প্রেম কিংবা প্রতারণার গল্প

প্রেম কিংবা প্রতারণার গল্প

অরুণ কুমার বিশ্বাস

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৪২৭ অক্টোবর ২০২০
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : মোস্তাফিজ কারিগর
বানান সমন্বয়করণ : রফিক জীবন
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

Prem kingba protaronar golpo by **Arun Kumar Biswas**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : October 2020
Price : 240.00
US $ 10
ISBN 978 984 526 308 5

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

সহেলি রেজা স্নিগ্ধা
প্রিয়জন, শুভানুধ্যায়ী, বিশিষ্ট চিকিৎসক

অনিন্দ্য প্রকাশ প্রকাশিত লেখকের আরো কিছু বই

কফিমেকার
অথই আঁধার
জোহানেসবার্গে জিঘাংসা
ক্যামডেন কিলার

নবনীর ভীষণ মন খারাপ। সারাক্ষণ বিয়ে বিয়ে করে মা-বাবা ওর মাথা খাচ্ছেন, যেন বিয়ে ছাড়া একটি মেয়ের জীবনে আর কিছু করার নেই।

নবনী সুশ্রী-সুন্দরী দেখতে, মাঝারি গড়ন, গায়ের রংটাও বেশ উজ্জ্বল। বস্তুত, নিজের চেহারা নিয়ে সংকোচবোধ করবার কোনো কারণ নেই ওর। নবনী উচ্চশিক্ষিতা, ইকনমিক্সে মাস্টার্স, সে কর্পোরেট জব করছে। ভালো বেতন পায় নবনী, অন্তত নিজের মতো করে বাঁচার অবলম্বন সে তৈরি করতে পেরেছে। তাই বিয়ে করাটা তার জন্য মোটেও জরুরি নয়, অথচ ওর বাবা-মা এই সামান্য কথাটুকুও যে কেন বুঝতে পারেন না!

কিন্তু প্রশ্ন হলো— চাকরি করলে কি বিয়ে করা যায় না! বা নবনীর এই বিয়ে-ভীতির পেছনে আসল কারণ কী! কেন সে বিয়ে করতে চায় না, নাকি তার নিজের কোনো পছন্দ আছে!

নবনীর বাবা মবিন সাহেব ব্যাংকে চাকরি করতেন। সদ্য রিটায়ার করেছেন। মা সুফিয়া বেগম গৃহিণী, তবে তিনি প্রাচীনপন্থি নন। নবনী তাদের একমাত্র সন্তান, তাই স্বভাবতই মবিন সাহেব চান, তিনি বেঁচে থাকতে থাকতেই মেয়েটা বিয়ে করুক। তিনি ওর একটা সুখের সংসার দেখে তবে মরতে চান। অথচ মৃত্যুর কোনো সময়-অসময় নেই। কে কখন পরপারে পাড়ি জমাবে, কেউ জানে না।

কর্পোরেট জব মানে প্রচুর খাটুনি। বসিয়ে বসিয়ে 'দালগোনা' কফি খাইয়ে বেতন গুনতে তারা রাজি নয়। বরং কমলালেবুর কোয়ার মতো শেষ রসটুকু নিংড়ে নিয়ে তবেই ওদের শান্তি। অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে প্রায়ই রাত হয় নবনীর। না, চাকরিটা তাকে খুব

একটা ভালোবাসছে না। বড্ড খাটিয়ে মারছে।

মা সুফিয়া বেগম নাশতার টেবিলে মেয়েকে আবারও পাকড়াও করলেন। খুকখুক করে অকারণ বারদুই কেশে তারপর বললেন, মা নবনী, তোর বাবা বলছিলেন যে...!

সুফিয়া বেগম কথা শেষ করার আগেই খিঁচিয়ে ওঠে নবনী। বাবা কী বলছিলেন তা না হয় পরে শুনব। তার আগে তুমি বলো তো মা, অকারণ খুকখুক করো কেন! তুমি অমন করলেই যে আমার বি-পি বাড়ে, তা কি তুমি জানো না?

কেন রে মা, আমি আবার কী করলাম! ভালোমানুষের মতো মুখ করে বললেন সুফিয়া বেগম। আদতে তিনি বুঝতে পারেন না কাশির কী দোষ! তিনি এও জানেন না যে, দোষ তার কাশিতে নাকি কাশির ধরনে— মানে 'খুকখুকি'র কারণে রেগে যায় নবনী।

হেসে ফেলল নবনী। বলো এবার কী বলবে মা! তোমাকে অমন অপরাধীর মতো চেহারা করতে হবে না। বলো, আমি শুনছি।

না মানে, থাক। মুসুম্বির মতো মুখ তোম্বা করে বসে থাকেন সুফিয়া। চেপে যান তিনি। নবনী ছাড়া তার আর কে আছে বলো! সে-ই মেয়েই যখন তাকে পাত্তা দেয় না, মিছে স্বামীর ওপর দোষ ঢেলে কী লাভ!

আহা, বলোই-না। প্লিজ মা, রাগ কোরো না। নিজের ভুল বুঝতে পারে নবনী। মাকে সে মিছেই কষ্ট দিলো। নিজের ওপর খুব রাগ হয় ওর। অকারণ খুকখুক করার পর মা কী বলবেন, তা সে জানে। সেই এক কথা— বিয়ে! বিয়ে কর মা। তোর বাবা তোকে বিয়ে দিয়ে সুখী দেখতে চায়।

ইস শখ কত! মনে মনে ঠোঁট ওলটায় ত্রিশ ছুঁইছুঁই নবনী। যেন বিয়ে করলেই প্রত্যেকে খুব সুখী হয়! বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার উলটোটা হয়। 'অলমোস্ট অল কাপল্‌স্ আর আনহ্যাপি'। বস্তুত, নারী-পুরুষের মনের মানচিত্র এক নয়। তাদের কেমিস্ট্রিও ভিন্ন। নারী চায় একটু আদর আর কদর, উপেক্ষার বদলে মনোযোগ। আর পুরুষের গায়ে আছে জোর। সে সব সময় নারীর ওপর নিজের মত চাপিয়ে দিতে ও জোর খাটাতেই বেশি ওস্তাদ।

মন খারাপ করে নবনী। আহা, মা কখনো জানবে না কেন সে বিয়ে করতে চায় না। নিজের কোনো পছন্দও কিন্তু নেই নবনীর। কেউ তাকে কথা দিয়ে তারপর ঠকিয়েছে, এমনও নয়। তাও যে কেন সে বিয়ে করতে চায় না!

সত্যি, সে এক রহস্য বটে। নবনীর মতো মেয়ে বিয়ে করতে চাইবে না, এ হতেই পারে না। শি'জ জাস্ট টু গুড। ওর চোখে আবাহন আছে, আছে মাদকতা ও দুর্দমনীয় আকর্ষণ।

বছরখানেক আগের একটি ঘটনা মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। নবনী তখন অন্য অফিসে ছিল। সেটাও কর্পোরেট জব। ভালো স্যালারি, সুসজ্জিত পরিপাটি অফিস। কর্পোরেট-কার বাসা থেকে পিক করে, আবার কাজশেষে বাসায় নামিয়ে দেয়। চাইলেই ছুটি মেলে, অথচ বেতন কাটা যায় না। খুব ভালো 'পার্কস অ্যান্ড ফ্যাসিলিটিস' ছিল সেখানে।

কিন্তু তারপরেও নবনী চাকরিটা ছাড়ল, মানে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় সে।

কেন! কী ঘটেছিল সেখানে? লোকে নাক-কান মুলে কত চেষ্টা করেও একটা চাকরি পায় না, অথচ এত ভালো চাকরিটা নবনী বিনা নোটিশে কুইট করল!

যে-কেউ শুনলে তাকে পাগল ভাববে। জাস্ট অ্যা ক্রেইজি উম্যান!

অফিসের বসের সাথে প্রথম মোলাকাতে বেশ ভালোই লেগেছিল নবনীর। প্রায় পঞ্চাশের মতন বয়স, বিবাহিত, তার ছেলেমেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। শোনা যায়, তিনি নাকি বিদেশে পড়ালেখা করেছেন— পাশ্চাত্যে। বিদ্যার জাহাজ তিনি।

কিন্তু শিক্ষা আর সুরুচি যে হাত ধরাধরি করে চলে না, তার প্রমাণ দিলেন সে-ই বস। মাঝে মাঝে নিজের চেম্বারে নবনীকে ডেকে নিতেন। কাজ বোঝানোর ওসিলায় ইনিয়ে-বিনিয়ে একটা কিছু বলতে চাইতেন। প্রথম প্রথম ওভারলুক করেছে নবনী, কিন্তু শেষের দিকে ব্যাপারটা এত হাস্যকর আর বিপজ্জনক হয়ে ওঠে যে, নবনী...!

অফিস জয়েন করেই কানাঘুষোয় নবনী শুনতে পায়, লোকটার সব ভালো তবে নারীর প্রতি বিশেষ পক্ষপাত রয়েছে। কথাটা হেসে

উড়িয়ে দেয় সে। পুরুষ মানেই বহুগামী, একটু-আধটু 'আমিষান্বেষী' হলেই বা তাতে দোষের কী! শুধু সীমা না পেরোলেই হয়।

তাই বুঝি! ইউ আর সো ভেরি স্মার্ট নবনী! সকৌতুকে ভুরু নাচায় ওর কলিগ তিশা। লাঞ্চ ব্রেকে ওর খুব কাছে সরে এসে তিশা বলেছিল, টেক কেয়ার নবনী, পারো যদি পাইলট ফিশের কৌশল নাও, রাঘব বোয়ালের মুখে পোড়ো না। জব এবং জীবন— দুটোই তোমার বরবাদ হয়ে যাবে।

'পাইলট ফিশ' থিয়োরিটা নবনীর জানা ছিল। হাঙরের গায়ের শ্যাওলা খেয়ে বাঁচো, কিন্তু তার আহার হয়ো না। সে চোখের তারায় শঙ্কা মেখে নিয়ে বলল, আর ইউ সিরিয়াস, তিশা?

ইয়েস, মাই ডিয়ার। সতর্ক থেকো। নইলে ডুববে।

সত্যি বলতে কী, তিশার কথাটা সেদিন বিশ্বাস হয়নি নবনীর। মেয়েটা নির্ঘাত পাগল। নইলে বাপের বয়সি একটা লোক সম্পর্কে এভাবে সে বলতে পারল! এত ভালো ক্যারিয়ার তার। আই মিন মিস্টার বসের। বাইরে পড়াশোনা করেছেন, ফ্যামিলি আছে, ছেলেমেয়েরা সব বড়ো হয়ে গিয়েছে। মানি অ্যান্ড রেসপেক্ট— কী নেই তার! তিনি এমন কাজ কেন করবেন যাতে তার সম্মান ক্ষুণ্ন হতে পারে!

এখন বুঝতে পারে, সে-ই বস লোকটা খুব ঘোড়েল ছিল। খুব চালাক। নবনীকে বোঝার জন্য সময় নিয়েছিল সে। তারপর একটু একটু করে কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করেও যখন কাজ হয়নি, বস তাকে তখন পদ আর পয়সার লোভ দেখায়। বলে কি না একলাফে তাকে কোম্পানির এজিএম করে দেবে! সব্বাইকে টপকে। তখনই নবনীর সন্দেহ হয়। বুঝতে পারে, তিশা ওয়াজ নট রং অ্যাট অল। দা বস ওয়াজ অ্যা স্টকার।

সেদিনই মন ঠিক করে ফেলল নবনী। না, এই অফিসে আর নয়। সে বসের ভোগে লাগতে চায় না। অ্যা লেডিস লাইফ ইজ নট সো চিপ, লাইক পটেটো ক্র্যাকারস।

বস কিন্তু আশা ছাড়েনি। যেদিন সে ইস্তফা দেওয়ার জন্য চিঠি নিয়ে বসের রুমে গেল, বস অমনি খপ করে তাকে ধরে ফেলল।

নবনী আন্দাজ করেছিল যে সে এমন একটা কিছু করতে পারে। সেও মনে মনে তৈরি হয়েই ছিল। সপাটে চড় কষাল তার গালে। বসের গালের কষ বেয়ে রক্ত ঝরছে। এত জোরে মেরেছিল যে বাইরে থেকে কলিগরা কিছু শুনে থাকবে। সপাটে চড় মারার আওয়াজ।

টিসুপেপারে গালের রক্ত মুছে সে বলল, আই ওন্ট স্পেয়ার ইউ মিস...! আই'ল সি ইউ। দেখি তুমি চাকরি কী করে করো! আরো বলেছিল, সে নাকি এই কর্পোরেট জগতের মোড়ল। তার অঙ্গুলি হেলনে অনেক কিছুই হয়। কেউ তরতরিয়ে ওঠে, আবার কেউ সাপ-লুডুর সেই মইয়ের মতো এক নিমিষে ফিনিশ হয়ে যায়।

নিজের নামটা বলল সে। মিস নবনী। নামটা মনে রাখবেন। গুডবাই বস। আই হোপ, এই জীবনে আমি আর আপনার মুখ কখনো দেখব না।

এ তো গেল বিগত দিনের কথা। বর্তমানের কথাও শুনুন একটু। তাহলেই বুঝবেন কেন নবনী বিয়ে করতে চায় না। সত্যি বলতে, শি'জ জাস্ট অ্যাফ্রেড অফ মেন।

দুটোর পরে এবার প্রাইভেট কোম্পানি। এই অফিসের বস ভালো, কিন্তু বাকি সব খারাপ। চামার এক একটা। অফিসে পিওন আছে একটা, শোনা যায় সে নাকি খোদ মালিকের আত্মীয়। মালিক তাকে সবার ওপর খবরদারি করার জন্যই রেখেছেন। নাম সুরুজ মিঞা, বয়স বাইশ-তেইশের বেশি নয়। মাকুন্দা গোছের, তবে খুব চালাক।

প্রাইভেট জবের এটাই সমস্যা— অফিসে বসের কোনো শেষ নেই। আর চাকরিটা দেওয়ালঘড়ির দোলকের মতন দুলতে থাকে। এই আছে, এই নেই। বস এবং মালিকপক্ষের লোককে যে যত তেল মাখাতে পারে তার তত উন্নতি। যোগ্যতা বা দক্ষতার এখানে কোনো কদরই নেই। সবখানে তেলুদের জয়জয়কার।

যা বলছিলাম— প্রথম দিন থেকেই নবনীর পিছে লেগেছে সুরুজ। 'ম্যাডাম, আপনি খুব সুন্দর। এমন মেয়ে আমি আর কখনো দেখি নাই' দিয়ে শুরু। সেদিন মুচকি হেসেছিল নবনী। সৌজন্যবশত। বুঝতে পারেনি, এতেই ব্যাটা সুরুজ ক্রমশ সাহসী হয়ে উঠবে। তারপর আগ্রাসি। ওর এই হাসিটাকে 'সবুজ সিগন্যাল' ধরে নিয়ে

তাকে সারাক্ষণ 'স্টকিং' করতে থাকবে সুরুজ।

কিছুদিনের মধ্যেই অফিসে সে কথা ছড়ায় যে, নবনী ম্যাম তাকে খুব পছন্দ করে। তার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসে। ভীষণ আদরও করে।

আদর করে মানে? এক পুরুষ কলিগ রেগে গিয়ে বলল।

তাতে গোস্‌সা করে সুরুজ। বলে, স্যার, নবনী ম্যাম আমারে পছন্দ করলে আপনার গা জ্বলে ক্যা! আমি কি দেখতে-শুনতে খারাপ নাকি! ভুলে যাবেন না, এই কোম্পানির মালিক আমার মামা।

মামুলি ব্যাপার, ভুলে গেলেই হয়। কিন্তু সুরুজ ব্যাপারটা ভুলতে দেয়নি। নবনীর পিছে সে এঁটুলির মতো লেগে থাকে, আর একের পর এক কাহিনি বানায়। বিরক্ত হয়ে যায় নবনী। বাধ্য হয়ে সে সিনিয়র অথরিটির কাছে কমপ্লেন করে। কিন্তু তাতে লাভ— স্রেফ লবডঙ্কা।

অথরিটি তাকে মৌখিকভাবে জানায় যে, সুরুজের বিরুদ্ধে তিনি কিছু করতে পারবেন না। সে মালিকপক্ষের লোক, খুব ঘনিষ্ঠ। তাকে নাড়ালে তার নিজের চেয়ারও অনড় থাকবে না। তার মানে মেনে নাও, মানিয়ে নাও।

রেগে গিয়ে নবনী বলেছিল, তাহলে আপনি রয়েছেন কেন, স্যার! সুরুজের মতো অভদ্র ছেলেরা ইভ-টিজিং করবে, আর আপনি এসি রুমে বসে বসে তাই দেখবেন! চাকরিটা তাহলে ছেড়ে দিলেই পারেন!

পরে অবশ্য 'সরি' বলেছিল নবনী। বসকে এভাবে বলাটা তার উচিত হয়নি। কিন্তু সে ভাবতে পারেনি তার সিনিয়র অথরিটি লোকটা এত অসভ্য। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করে একটা লোক এতটা নিচে নামতে পারে বা ইতরামি করতে পারে, সত্যিই ওর জানা ছিল না।

সে বলে কি না, তুমি যা করেছ নবনী, আমি চাইলে তোমার চাকরি খেতে পারি।

মনে মনে হেসেছিল নবনী। বলেছিল, ক্যান স্যার, বউ কি আপনারে খাইতে দেয় না যে আমার চাকরি খাবেন, তাও আবার বিনা অপরাধে!

তাতে সে মিঠেল হেসে বলল, বউয়ের কথা ছাড়ো। তার বয়স

হয়েছে, গিঁটে গিঁটে বাত, সারা গায়ে ব্যথার অন্ত নেই। তুমি বরং এক কাজ করো নবনী। তুমি আমার রুমে এসে বসো। সুরুজ আর তখন চাইলেও তোমাকে ডিস্টার্ব করতে পারবে না। তুমি আর আমি দুজনে একসাথে বসে লাঞ্চ করব, চাই কি— ডিনারও।

চোখ টিপল সে। বস তাকে পাশের সোফা দেখিয়ে দেয়। অর্থাৎ ইশারায় যা বোঝানোর তাকে বুঝিয়ে দিলো। সুরুজ অশিক্ষিত আর বোকা, তাই সরাসরি বলেছে, আর এই শিক্ষিত জানোয়ারটা তাকে ইঙ্গিতে বলল— তফাত শুধু এটুকুই।

শীতল চোখে লোকটাকে দেখে নবনী চোখের কোনা দিয়ে। এ তো মানুষ নয়, কামার্ত এক সরীসৃপ। একেও কি সে চড় কষাবে! কত মারবে নবনী? কতজনকে? মারতে মারতে ওর হাতের সবগুলো রেখা মুছে যাবে যে!

পরদিন থেকে অফিস যাওয়া বন্ধ করে নবনী। তার দ্বিতীয় চাকরিটা এভাবেই ইস্তফা হয়ে যায়।

এখন যে অফিসে কাজ করছে নবনী, সেখানে স্টকিং নেই, তবে অন্য উপদ্রব আছে।

সবাই এমন ভাব করছে যেন সে একটা বাচ্চামেয়ে। সকলেই তাকে পিতৃস্নেহ বিলিয়ে দিতে চায়। নাকি এর পেছনেও অন্য উদ্দেশ্য আছে!

আর যারা জুনিয়র, তারা নবনীকে আপু ডেকে অজ্ঞান। নবনী একদিন একটু দেরিতে আস্‌লে ফোনাফুনি শুরু করে দেয়। কেউ তার জন্য ব্রেকফাস্ট টেবিলে অপেক্ষা করে, তো কেউ আবার লাঞ্চের বাটি তুলে রাখে, একসঙ্গে খাবে বলে। এ কী মস্ত গেরো বলো তো!

সবাই তাকে নিজের মতন করে ভালোবাসতে চায়। দুনিয়াটা যেন মায়া-মহব্বতের প্যাসিফিক ওশেন! নবনীর এক সময় মনে হয়েছে যে সব দোষ ওর নিজের। হয় সে কাউকে বুঝতে পারে না, বা অন্যরা তাকে মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করে। ওর কমিউনিকেশন সিস্টেমে নিশ্চয়ই কোনো গলদ আছে।

কিন্তু না, নবনী অতটা বোকা নয় যে কারো চোখের ভাষা পড়তে পারে না, বা অন্যদের কাছে নিজেকে খুব সহজলভ্য করে তোলে। পরের দোষ যেচে সে নিজের কাঁধে নেবে কেন!

'জেন্টস আর প্রবলেম্যাটিক, নট নবনী হারসেল্‌ফ্'— এই ডিসিশনে উপনীত হয় সে। এভাবেই সময় গড়ায়, একে একে ফুরিয়ে যায় ওর উনত্রিশটি বসন্ত। কেসটা ক্রমশ এমন হয় যে, পুরুষ দেখলেই এখন বিরক্তিবোধ করে নবনী। ক্লান্ত সে এখন। বয়স কুড়ি হোক বা পঞ্চাশ— পুরুষের পশ্চাদ্দেশে কষে লাথি মারতে ইচ্ছে হয় ওর।

তারপর আবার বিয়ে! নো, নেভার। মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় নবনী— সে একাই থাকবে, আজীবন।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আরেক। ফেসবুক ওর জীবনটা পুরোপুরি পালটে দেয়। একদম 'ইনসাইড-আউট' যাকে বলে।

'মুখবইয়ে' ছেলেটার মুখ দেখে প্রথম প্রেমে পড়ে নবনী। কিন্তু 'ধর তক্তা মার পেরেকের' মতো নয়, গুনে গুনে ছয় মাস সময় নিয়েছে সে, ছেলেটাকে যাচাই করে নিয়েছে।

ওর নাম রাজিবুল রাজু। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। ও-ই প্রথম ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায় এবং যথারীতি স্টকিং করতে শুরু করে। বলে যে, নবনীর চোখ ভালো, খুব ইনোসেন্ট দেখতে, কী সুন্দর গায়ের রং, ছবি দেখে মেধাবী মনে হয়— ইত্যাদি কমেন্টস দিতে থাকে ফেসবুক মেসেঞ্জারে।

শুরুতে বিরক্ত হলেও পরে বেশ ভালোই লাগতে থাকে নবনীর। রাজু দেখতে মানানসই, বেশ পৌরুষদীপ্ত চেহারা। গায়ের রং তত উজ্জ্বল নয়, বরং তামাটে। নবনীর অবশ্য লাল্টুমার্কা ছেলে কখনোই পছন্দ নয়। পুরুষ হবে মেধাবী ও চৌকশ। তামিল সিনেমার হিরোদের মতো পাকাপোক্ত। রাজু আগে গোঁফ রাখত, কিন্তু নবনী 'ভেটো' দেওয়ায় ওটা সে কামিয়ে নিয়েছে। শুরুতে কিছুদিন ইঁদুরের মতন দেখালেও এখন গোঁফ ছাড়াই বেশ মানিয়ে গেছে।

পাক্কা সাড়ে ছয় মাস ফেসবুক গুঁতোগুঁতির পরে ওরা দেখা করল। নবনী আর রাজু। নবনীর কফি পছন্দ, রাজুর পছন্দ লেমন-টি। ভাজাপোড়া সে একদম খায় না, লো-কার্ব ফুডে অভ্যস্ত রাজু।

বাঃ! খুব স্বাস্থ্যসচেতন দেখছি! আদুরে খোঁচা দেয় নবনী। মানে খুনশুটি। রাজু তা গায়ে মাখে না, বরং চেটেপুটে উপভোগ করে। মেয়েটা সত্যি সুন্দরী, পাশে নিয়ে বেড়াবার মতো। মনে মনে খুব গর্ব হয় রাজুর।

এভাবেই মূলত জমে ওঠে ওদের অপরিপক্ব প্রেম। যে কি না পুরুষ বলতেই চরিত্রহীন ভাবত, সেই নবনী এখন রাজুর প্রেমে হাবুডুবু খায়।

নবনী হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করল যে, রাজুকে সে চোখে হারায় এবং খুব শিগ্‌গিরই তাদের বিয়ে করা উচিত। সুনার, দা বেটার।

কেন, কেন! এখনই বিয়ে কেন! আরো কিছুদিন উড়ে উড়ে বেড়াই, তারপর না হয়...! ফিচেল হেসে রাজু বলল।

অমনি তাতে ডাউট দেয় নবনী। ওর পুরোনো সেই পুরুষবিদ্বেষী মন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। রাজু কি তবে ওর সাথে স্রেফ টাইম পাস করছে! কিন্তু না, রাজুর মধ্যে মোটেও ছুঁকছুঁকে ভাব নেই, শতকরা নিরানব্বই ভাগ ছেলের মধ্যে যা থাকে। প্রেম মানেই শরীর, বসতে পেলে অমনি শুতে চায়! পারফিউম শুঁকছে বলে অন্তর্বাসে হাত দেয়।

কিন্তু নবনীর কাছ থেকে রাজু সব সময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে। বস্তুত, এটাও একটা কারণ যার ফলে ওরা খুব তাড়াতাড়ি একে অপরের কাছে চলে আসে। নবনীর মনে হয়, হি'জ টোটালি ডিফ্‌রেন্ট ফ্রম অ্যাভারেজ মেনজ্‌ফোক।

রাজু লাজুক হাসলে ওর গালে টোল পড়ে। এই নিয়ে তাকে খ্যাপায় নবনী। বলে কি না, তুমি তো অকালে বউ হারাবে রাজু। তোমার গালে টোল পড়ছে। আমি পরপারে চলে যাব।

বেশ তো, আবার একটা বিয়ে করব। নিত্যনতুন বউ, মন্দ কী! জানো তো, মুভি এন্ড ওয়াইফ— একটু নতুন হওয়াই ভালো। দেখে বেশ চোখের আরাম হয়। চোখ মটকে রাজু বলল। ওর চোখে ভরপুর দুষ্টুমি।

তাতে হো-হো করে হাসে নবনী। বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে রাজু। কখন কী বলতে হবে, তা যেন মুখস্থ করে রেখে দিয়েছে সে।

ছেলেটা শুধু ভালো ছাত্রই নয়, রুচিশীলও বটে। 'ম্যান অফ গুড হিউমার'! সত্যি বলতে কী, বেশ লাগছে নবনীর। পুরুষ সম্পর্কে ওর নেতিবাচক ধারণা ক্রমশ ভাঙতে শুরু করে। সব পুরুষ যে খারাপ নয়, অনুধাবন করে নবনী।

মেয়ের মুখে খবরটা যখন শুনলেন সুফিয়া বেগম, আনন্দে এই বুড়ো বয়সে আড়াইপাক নেচে নিলেন তিনি। তক্ষুনি ছুটে গিয়ে ঘুমন্ত স্বামীকে টেনে তোলেন যেন ঘরে ডাকাত পড়েছে।। এই শুনছ, আমাদের সুদিন আসছে। খুব শিগ্‌গিরই।

কেন, আবার কী হলো? কাঁচা ঘুম ভেঙে ড্যাবডেবে চোখে তাকান

রিটায়ার্ড ব্যাংকার মবিনুল হক। বউটা তার চিরকালই বোকা রয়ে গেল। সে জানে না, ঘুম থেকে এভাবে হঠাৎ কাউকে ডাকতে নেই। বয়স হয়েছে তার। বুকের ভেতরটা কেমন ছ্যাঁত করে উঠল। নির্লিপ্ত হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক হতেও তো কিছুটা সময় চাই, নাকি।

তোমার মেয়ে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে! সে নিজে এসে আমায় বলেছে। একনিশ্বাসে কথাগুলো বললেন সুফিয়া বেগম।

তাতে আশ্বস্ত হন মবিনুল হক। যাক, মৃত্যুর আগে তার একটা স্বপ্ন অন্তত পূরণ হবে।

আচ্ছা নবনী, মা আমার, কাউকে কি তুই পছন্দ করে রেখেছিস? পায়রার মতন বাকবাকুম করতে করতে বললেন সুফিয়া বেগম।

নবনী কিছু বলে না, সে মিটিমিটি হাসে। সুফিয়া বেগম আদতে এতটাও বোকা নয় যে, মেয়ের এই এক্সপ্রেশন তিনি বুঝবেন না। তার মানে পূর্বপ্রস্তুতি শেষ, এবার বিয়েটা লাগিয়ে দিলেই হয়। তাতে খুব খুশি হন মবিনুল হক। কারণ মেয়ের রুচি ও পছন্দের ওপর তাদের ভরসা আছে। নবনী বিদুষী, সে কখনো কোনো ভুল ডিসিশন নিতে পারে না।

এর ঠিক দুদিনের মাথায় আবারও চাকরি বদল করে নবনী। সে জানে না, রোলিং স্টোন গ্যাদারস নো মস্। বারবার বর বদল করলে যেমন ভালোবাসা চটকে যায়, ঠিক তেমনি একের পর এক চাকরি ছাড়লে নিয়োগকর্তার মনে সন্দেহ জাগে। চাইনিজ মাল, টিকবে তো! বরং তারা ধরেই নেয় যে— এ বাবুইপাখি নয়, পরিযায়ী পাখির মতো সে বাসাবদল করবেই।

কিন্তু চাকরি না ছেড়ে আর কী করার ছিল! সুরুজের ভয়ে বলতে গেলে পালিয়ে বাঁচল নবনী। ছেলেটা তাকে খুব বেশি ডিস্টার্ব করছিল। আর বসের চেয়ারে বসেছিল সেই উপোসি হাঙর, যে কি না সারাক্ষণ হাঁ করে বসে আছে, কখন তাকে নিয়ে গড়িয়ে পড়বে সোফায়। এখানে সুর্জ নেই, তবে অন্য সমস্যা আছে।

তবে সুরুজকে সে একটা চরম শিক্ষা দিয়ে এসেছিল। যাকে বলে 'গুড লেসন'। কী করেছিল নবনী! সুরুজের সব কাণ্ডকীর্তির ফিরিস্তি একসাথে করে ওর বউয়ের কাছে পাঠিয়েছিল। এমএমএস-এ। চড়ও

মেরেছিল একটা, সবার সামনে। যাবেই যখন, খালিহাতে কেন! ঠাস করে একটা মেরে দিলেই হয়। এসব পুরুষ আদতে কিন্তু খুব ভীতু। সাহস করে মেরেই দেখুন, কিচ্ছু বলবে না। জাস্ট চেপে যাবে।

নবনীর বাবা-মা আর দেরি করতে চাননি। পারলে তারা পরের হপ্তায়ই মেয়ের বিয়ে লাগিয়ে দেন। ছেলেটাকে তাদের দারুণ লেগেছে। রাজিবুল রাজু যেমন দেখতে-শুনতে, তেমনি মেধাবী। নবনী, বস্তুত, সেপিওসেক্সুয়াল। পুরুষের মেধা তাকে টানে, চেহারা নয়। ইন্টেলিজেন্ৎসিয়া। সাথে একটু রোমান্টিকতার টাচ্ থাকলে ভালো। লাইক সোনায় সোহাগা। রাজুকে তাই ফেরাতে পারেনি নবনী। কিছুতেই না। শুরু থেকেই কেমন একটা 'সাইকোসোম্যাটিক' পুল অনুভব করেছে। রাজুকে নিয়ে নবনী খুব উচ্ছ্বসিত। এমন ছেলে লাখে একটা মেলে কি না সন্দেহ।

ওদের দুজনের এনগেজমেন্ট হলো। তাড়াহুড়ো করে আয়োজন, তাই বাইরের তেমন কাউকে ডাকা হয়নি। একে অপরকে ওরা রিং পরাল, নবনীর কাজিন বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া মেয়ে রুশা হাততালি দিলো। আর হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন সুফিয়া বেগম এবং মবিনুল হক।

সবই ঠিকঠাক ছিল, কিন্তু একটা জায়গায় একটুখানি খটকা লাগে মবিন সাহেবের। কীসের খটকা! কেসটা কী?

হবু জামাই রাজুর পরিবার বলতে তেমন কেউ নেই। ওর বাবা-মা নাকি খুব ছোটোবেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। রাজুর কোনো ভাইবোনও নেই। দূরসম্পর্কের এক চাচার কাছেই সে মানুষ হয়েছে।